ভোরের কাগজ

36

তারিখ ... ... FEB-12 2000 ...
পৃষ্ঠা 12 ... কলাম 1 ...

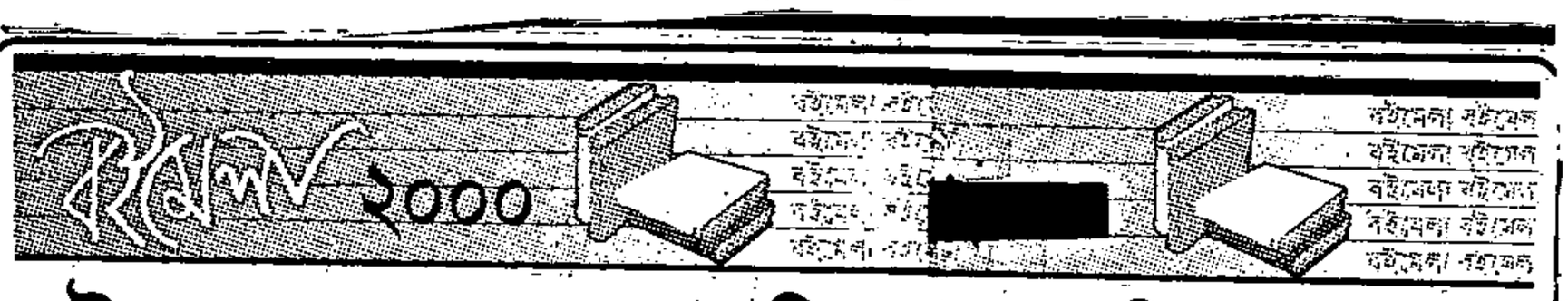

বইমেলা ২০০০ [redacted]

বইমেলায় প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছিল গতকাল

সালাম জুবায়ের ঃ গতকাল ছিল বইমেলার প্রথম শুক্রবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে মেলার চরিত্র ছিল অন্যরকম। সকাল থেকেই মেলায় মানুষের ঢল নেমেছিল। নানান পেশার নানান বয়সের বইপ্রেমী মানুষের মহামিলন মেলার রূপ নিয়েছিল বইমেলা।

গতকাল মেলায় দর্শক এসেছিলেন অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি। তেমনি লেখক ও প্রকাশকদের আগমনও ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়। অসংখ্য শিশু-কিশোরও গতকাল মেলার দর্শক ছিল। সবমিলিয়ে গতকাল বইমেলা ছিল সত্যিকার অর্থে প্রাণময়। প্র[illegible] বই বিক্রির পরিমাণও ছিল ভাল।

গতকাল মেলায় কথায় হয় বিভিন্ন পেশার কয়েকজন দর্শক-ক্রেতার সাথে। তারা সবাই মেলার দর্শক সংখ্যা দেখে মুগ্ধ।

গাজিপুর থেকে স্কুল শিক্ষক রহমত উল্লাহ গতকাল মেলায় বেশ কয়েকটি বই কিনেছেন। তিনি বলেন, প্রতিবছর মেলায় দু একদিন না এলে ভাল লাগে না। আজ ছুটির দিন পেয়ে চলে এসেছি। মেলায় এলে দু ধরনের লাভ। প্রথমতঃ এক সাথে অনেক অনেক নতুন বই দেখা এবং কম দামে কিনতে পারা। দ্বিতীয়ত প্রিয় লেখকদের দেখা পাওয়া। গতকাল তার দুটি স্বাদই পূর্ণ হয়েছে। মগবাজারের আহমদ আলী, যাত্রাবাড়ি থেকে আসা সালাউদ্দিন, মানিকগঞ্জের আবদুল খালেক সবার একই অভিমত।

এবার মেলায় নতুন বই বেরুবে কত- মেলার প্রথম দিন থেকেই এ নিয়ে বিভিন্ন জন আলোচনা করেছেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। বইমেলা উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক আশা প্রকাশ করেছেন ৫শ' নতুন বই এবার মেলায় প্রকাশিত হবে। গত কয়েকবছর ধরে কমবেশি ৫শ করে বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে এবার একাধিক প্রকাশক মনে করছেন কম করে হলেও প্রায় ১ হাজার নতুন বই এবার প্রকাশিত হবে। তারা একটি হিসেব দাঁড় করাচ্ছেন এভাবে- মেলায় এবার অংশ নিচ্ছে ২শ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। গড়ে প্রতিটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান যদি ৫টি করে নতুন বই প্রকাশ করে তবে মোট ১ হাজার নতুন বই আসবে।

বইমেলায় প্রতিদিনই কোন না কোন ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় থাকে। গতকালও ছিল। তাহলো বনেদী প্রকাশক সন্ধানী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী গাজী শাহাবুদ্দীন আহমেদের ৬২তম জন্মদিন। যে বছর সন্ধানী বইমেলায় প্রথম অংশ নেয় তখন থেকেই তার জন্মদিনে মেলায় ১টি নতুন বই প্রকাশ করা হয়। গতকালও প্রকাশিত হয়েছে। বইটি হলো সুশান্ত মজুমদারের 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প'। এর প্রচ্ছদ এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী।

এশিয়া পাবলিকেশন্স প্রকাশ করেছে শওকত আলীর উপন্যাস (১ম খণ্ড), এমাজউদ্দিন আহমদের 'আঞ্চলিক সহযোগিতা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ', ইসমাইল হোসেন বকুলের 'ভাষা আন্দোলন ও তার প্রেক্ষাপট', মোস্তফা কামালের 'আসাদ থেকে গণঅভ্যুত্থান'। অনন্যা প্রকাশ করেছে মারুফ রায়হানের ৬ষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'গাছ ও নারী'। মুক্তধারা প্রকাশ করেছে সঞ্জীব সাহার 'ছড়ায় ছড়ায় '৭১'।

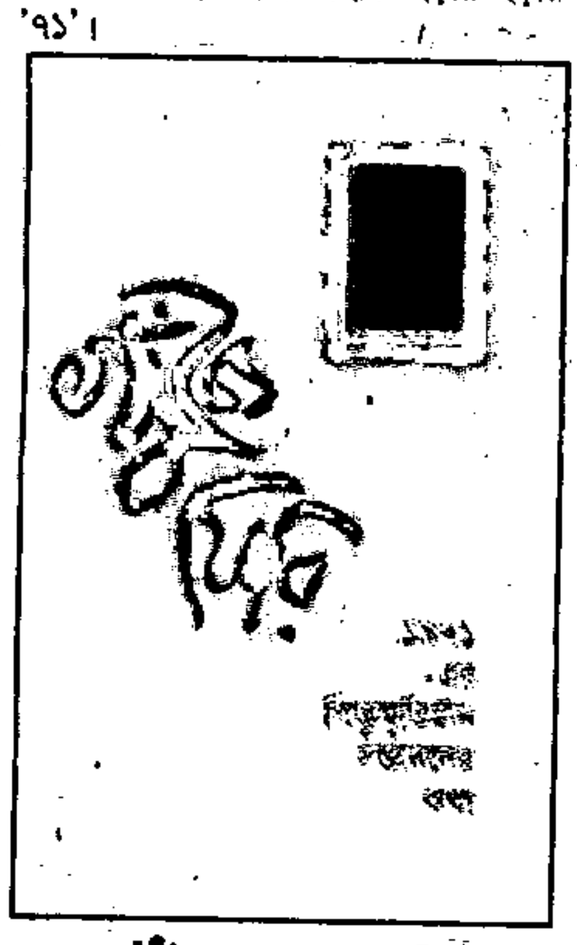

মেলায় গতকাল অবসর প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বইটি 'শ্রুতিতে স্মৃতিতে বারীণ মজুমদার'। বইটি লিখেছেন তার স্ত্রী ইলা মজুমদার। দেশের একজন গুণী সঙ্গীতসাধক বারীণ মজুমদারের অজানা জীবন কথা এ বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রকাশনার আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো- 'উপদংশ', 'কুসুম কুমারী দাশের কবিতা', কাজী মোতাহার হোসেনের 'প্লেটোর সিম্পোজিয়াম'।

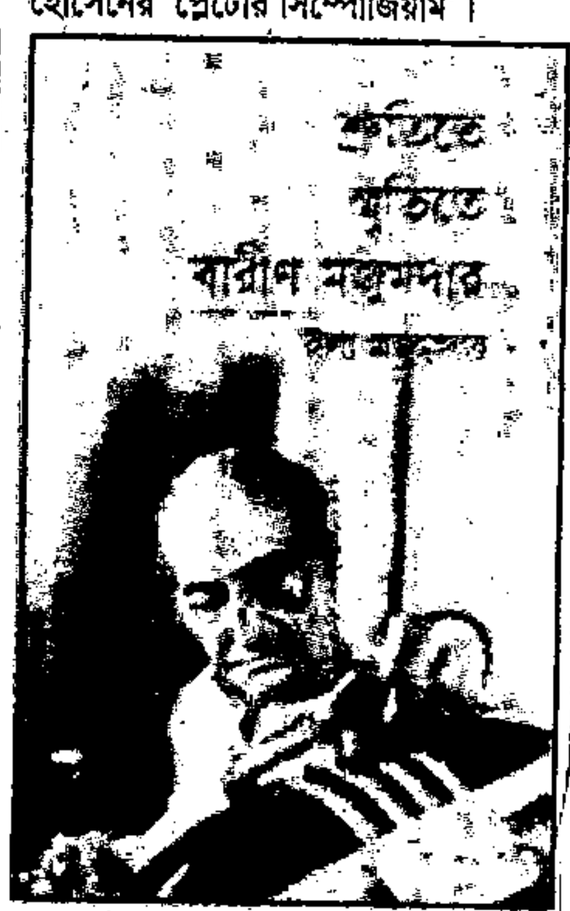

'খুঁজে ফিরি' নিয়ে...

রশীদ হায়দার

দুটি লেখা পড়ে আমি চোখে পানি রাখতে পারিনি। গোটা দশেক লেখার কষ্ট আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, অবশিষ্ট লেখাগুলোও মন ভার করে দেয়।

বইটি আমার হলেও আমার নয়, আমাদের।

এ বছর একুশের বইমেলায় আমার মোট তিনটি বই বেরোচ্ছে। একটি মৌলিক, আরেকটিও মৌলিক, তবে দ্বিতীয় সংস্করণ এবং তৃতীয়টি সম্পাদনা। তিনটির মধ্যে তৃতীয়টির প্রতিই আমার বেশি দুর্বলতা, পক্ষপাতও বেশি। প্রথমটি 'শোভনের স্বাধীনতা', কিশোর উপন্যাস, প্রকাশক, শিশু একাডেমি; দ্বিতীয়টি 'যদি দেখা পাও', প্রকাশক আরো প্রকাশন; এবং তৃতীয়টি 'খুঁজে ফিরি', প্রকাশক অনুপম প্রকাশনী। প্রচ্ছদে 'খুঁজে ফিরি'র নিচেই রয়েছে বইটির পরিচিতি। '১৯৭১-এর শহীদের পিতৃস্মৃতিহীন সন্তানদের কথা।'

যে সন্তানের বাবাকে ঘিরে কোন স্মৃতিই নেই; দুই- একজনের খুবই আবছা, অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে স্মৃতি আছে, তাদের স্মৃতিচারণ—বিষয়টির মধ্যে স্ববিরোধিতা থাকলেও আমি বলবো, না থাকাটাই তাদের জন্য বেশি কষ্টকর, হাহাকারে পূর্ণ। যে সন্তানটি যখন দেখে- আমি দেখছি আমারই বয়সী কোন আত্মীয়, খেলার সাথি বা বন্ধুর বাবা আছে; বাবার হাত ধরে বেড়াতে যাচ্ছে, তার কাছে আবদার করছে, স্কুলে বাবা নিতে এসেছে, ঈদে জন্মদিনে নতুন জামা-কাপড় পাচ্ছে, খেলনা পাচ্ছে, অসুখে-বিসুখে বাবার যত্ন মিলছে, তখন পিতৃস্মৃতিহীন এই সন্তানটির মনের অবস্থা কি হয়, তা কি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে?

অনুপম প্রকাশনীর মিলন নাথ অনেকদিন থেকেই আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি সংকলন সম্পাদনা করে দেয়ার কথা বলেছিলেন। আমি বিষয় পাচ্ছিলাম না। কিছুদিন আগে কলিম ভাইয়ের (শিল্পী কলিম শরাফী) সঙ্গে দেখা। সঙ্গে সঙ্গে বিষয় এসে যায়। কারণ, কলিম ভাই এখনও বলেন, রশীদ, তুমি ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আজ পর্যন্ত যতগুলো অনুষ্ঠান করেছ তার মধ্যে সবচেয়ে কষ্টকর ছিল পিতৃস্মৃতিহীন সন্তানদের নিয়ে করা অনুষ্ঠানটি।

মিলন নাথকে বিষয়টির কথা বলতেই রাজি, খুঁজে ফিরি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

বইমেলা

(১২ম পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে যোগাযোগ, এবং অবিশ্বাস্য সাড়
সম্পাদনা করা যায় বলে আমি বিশ্
অনাদর, উপেক্ষা জর্জরিত একটি পি
সম্পাদনা করেছো? তার কষ্টে আমি
অংশী আমি কেন, কারো পক্ষেই হ
এখানেও তাই বলছি—সম্পাদক হিসে
সংগ্রাহক মাত্র। আমি প্রয়োজনে বানা
থাকলে তাকে পরিণিত করেছি।
বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেয়ে হলে সি
পরও বিয়ে ভেঙে যায়। বাবার অভা
পর্যন্ত হাঁটতে পারে না, শুধু ফটোকে
বাবা হয়। এই কষ্ট, এই অভাববো
বলে নিজের সন্তানের দিকে তাকিয়ে

যাদের লিখতে বলেছি, বলেছি, তে
অনুভূতি, দ্বিতীয় ভাগে তোমার বাবা
সম্পর্কে তথ্যাদি। দ্বিতীয় ভাগটি অব
তো তার কাছে ঘোর অন্ধকার। হ্যাঁ,
যেসব তথ্য পেয়েছি তার মধ্যে এ
সালেহর নাম। এসব ঘাতকের একজ
পায়, কেউ কেউ মহাদাপটে বুক ফু
স্বাধীনতাবিরোধীদের আস্ফালন তা
দেখেও না দেখা, জেনেও না জানা
সন্তানেরা আরো ক্রুদ্ধ হয়, হতাশা
ইতিহাসের অজস্র উপাত্ত। ব্যক্তিগত
যেরূপ পরিগ্রহ করেছে, তা বিচার ক

বিশ্বাস করি, বিষয়ের কারণেই
অনুপম প্রকাশনী এ বইয়ের আরো
নাথ।

উল্লেখযোগ্য, 'খুঁজে ফিরি'-তে অ
লিখবেন তার পিতৃস্মৃতিহীন সন্তান।

লেখকের মৌলিক লেখার প্রতিই দু
আন্তরিকভাবে ও অকপটে বলছি—এ
পাঠকের ভালোমন্দ মন্তব্য সম্পর্কে আ
(!) বইটি পড়ে পাঠক যদি ওই হতভাগ
প্রতিবাদী হন, স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতি
তাহলে আমি নই, শহীদ পিতাদের আত্ম

সাবে
৭ জ

সোনা

হারুন উর রশীদ
২ বিঘা জমি ৪টি প্রতি
করে সরকারের ৯ বে
ও গণপূর্ত মন্ত্রী ব্যারি
বিরুদ্ধে আদালতে চ
ব্যুরোর (টাস্ক ফোর্স
মেট্রোপলিটন ম্যাজি
আসামিদের বিরুদ্ধে
আবেদন জানিয়েছেন